দৈনিক সংবাদ

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

029
তারিখ 1 8 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

# পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ঃ হ্যামলেট ছাড়া হ্যামলেট নাটক

অনিরুদ্ধ

ঢাকার ধানমণ্ডীতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট নামে একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই ইন্সটিটিউটে জিওলজি বিভাগ রয়েছে। কিন্তু ইন্সটিটিউটের নামটি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং নামে কোন বিভাগ নেই। এ প্রসঙ্গে দুটি চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে (২৪শে জানুয়ারী, সংবাদ), দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছেন বাংলাদেশ কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাকা) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের ডঃ তাইফুর আহমেদ চৌধুরী। দু'জনের বক্তব্যেই স্পষ্ট করে একথা বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে জিওলজি বিভাগ রয়েছে। যেখানে বাংলাদেশে তিন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওলজি বিভাগ রয়েছে সেখানে এই ইন্সটিটিউটে জিওলজি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা কোথায়। অথচ ওই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বলে কোন বিভাগ নেই। যদি পারস্পরিক সম্পর্কতার কারণে আলোচ্য ইন্সটিটিউটে জিওলজি বিভাগ রাখা হয়, তবে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে প্রাধান্য না দিয়ে জিওলজিকে প্রাধান্য দেয়ার যুক্তি কোথায়? পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে অধ্যাপনার ব্যাপারটির ক্ষেত্রে এই অবহেলা এই ইন্সটিটিউটের আসল উদ্দেশ্য কি ব্যাহত হবে না, এই কথা ভেবেই উপরোক্ত দু'জন এই চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ প্রসঙ্গে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের পক্ষে কী ভাবছেন, তা জানার কোন উপায় নেই। তারা কাজটি সমাধা করার পরই দেশবাসী তা জানতে পারে, অথচ বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। একথা মানি, যারা বিশেষজ্ঞ তারা সাধারণ লোকের এই আগ্রহকে ভ্রূকুঞ্চনের সাথে সন্দেহের চোখে দেখবেন।

তাদের কাছে একজন সাধারণ লোক হিসেবে আমারও জিজ্ঞাসা বাংলাদেশে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে, আমাদের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের কৃতিত্বমূলক ভূমিকা সত্ত্বেও অনুসন্ধান, ড্রিলিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন ভূ-তত্ত্ববিদের ভূমিকার চেয়ে ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার, পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ একটা পর্যায়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। সিলেটে তেল আবিষ্কারের পর এসব কারিগরি বিদ্যায় আমাদের দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন বাড়ছে। বাংলাদেশে আরও বিভিন্নস্থানে তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং বলা চলে নিশ্চিত। প্রশ্নটা শুধু সময়ের।

এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয়নি। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী কন্সালটেন্ট এনে গত ১৫ বছরে তাদের পিছনে সাড়ে চারশ' কোটি টাকার উপর (৪৫৫ কোটি টাকা) ব্যয় করেছি। এসব ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা যেখানে ফলপ্রসূ হত, সেখানেও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নানা কারণে পুষতে হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রতি আমরা গুরুত্ব দেইনি। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কথা উল্লেখ করা চলে।

যতদূর জানি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। তারা একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন, ইন্সটিটিউটের অধ্যাপনা সংক্রান্ত অবকাঠামো দাঁড় করানোর জন্য।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের (বিপিআই) দায়িত্ব এবং কাজ কি হওয়া উচিত তার একটা প্রস্তাব বিপিআই দিয়েছে, কারণ, বিদ্যমান তিনটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স এবং একাডেমিক পাঠ্যের সাথে এর কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে বলে তারা অনুভব করেন। পরিকল্পনা কমিশনের এটা নাকি বিবেচনাধীন এখন।

পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ড্রিলিং, উন্নয়ন, তেল ও গ্যাস বিতরণ (ট্রান্সমিশন) এর উপর জোর দিয়ে একটি পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলা।

তেল ও গ্যাসের উন্নয়নের জন্য দক্ষ ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী, ভূ-রসায়নবিদ, ড্রিলিং প্রকৌশলী, উৎপাদন প্রকৌশলী, সঞ্চয়ন প্রকৌশলী, পাইপলাইন প্রকৌশলীর প্রয়োজন। পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োজনীয়তার পঠন-পাঠন এক্ষেত্রে একান্তভাবেই আবশ্যিক। কিন্তু প্রস্তাবিত কাঠামোতে দেখা গেছে ভূ-বিজ্ঞান ও ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার পদে ঐ বিভাগের একজনকে করে আছেন, কিন্তু ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কেউ নেই। সম্ভবতঃ পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে ডিরেক্টর পদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পথটাই রুদ্ধ করার একটা প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় কাজ করছে। এছাড়া তো অন্য কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

শুধু সিএমও-এর ক্ষেত্রে ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারদের বাদ দিয়ে যে ওই প্রস্তাবিত কাঠামোতে সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাই নয়, কোথাও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। এ যেন হ্যামলেট ছাড়া হ্যামলেট নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা। অনুরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় জনশক্তি বণ্টন অন্যান্য পদে যেমন পিএসও, এসএসও, এসও ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নজরে পড়ে। পিএসও ক্ষেত্রে জিওলজি বিভাগে দু'জন, জিওফিজিক্স-এ একজন এবং তথাকথিত ড্রিলিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং (কোন্ বিষয়ে তা অনুল্লিখিত) একজন করে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এরূপ এসএসও পদে যথাক্রমে উপরোক্ত ৪টি বিভাগে ৩ জন, ২ জন, ১ জন ও ১ জন করে নেওয়া হয়েছে। এসও পদে একই ধরনের পদ সংখ্যা রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কার্যকারিতা যথাযথ এবং অর্থবহ করার জন্য উপরোক্ত কাঠামোর পরিবর্তন আবশ্যক। সেখানে মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিষয়ের তিনটি শাখায় (জিওলজি, জিওফিজিক্স ও জিওকেমিস্ট্রি) পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস প্রকৌশল শিরোনামে (ড্রিলিং রিজার্ভয়ের, প্রোডাকশন/প্রোসেস, পাইপলাইন এবং সিনফুয়েল ও গ্যাস ইউটিলাইজেশন প্রকৌশল) সকল ডিসিপ্লিনের লোকদের সিএসও পদ প্রদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। পিএসও এবং এসএসও পদে একটি করে এবং এসও পদে ২ জন করে নেওয়া হলে পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটটি সত্যিকারভাবে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রথমে উল্লেখিত দুটো চিঠির বক্তব্যের সাথে এ ধরনের প্রস্তাবিত কাঠামোর মিল আছে এবং এরকম মনে করা চলে প্ল্যানিং কমিশন (একনেকের জন্য) সমীপে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যকে তুলে ধরা হলে তা যথাযথভাবে বিবেচনা করা উচিত।

যতদূর জানা গেছে, দ্বিতীয় ধরনের একটি প্রস্তাব যথাযথ যুক্তি দিয়ে প্ল্যানিং কমিশনের বিবেচনার জন্য কেউকেউ চিন্তাভাবনা করছেন, অথবা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে কী হয়েছে কী হয়নি সেটা বড় কথা নয়, পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট যদি পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিংকে মুখ্য স্থান না দিয়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়, তবে এর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া ভার।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, কোন নতুন কর্মকাণ্ডে হাত দেয়ার মনোভাবটা প্রস্তাবিত কাজকে এগিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সংকীর্ণভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারাটা প্রধান হয়ে দেখা দেয়। আচার্য পি সি রায় বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিস্পৃহতা এবং চাকরিলোভী মনোভাবের সমালোচনা করে একদা বলেছিলেন যে, কোন কাজ সম্পাদনের বাসনা অপেক্ষা চেয়ার, টেবিল, ফ্যান এবং ভালো অফিস কক্ষের দাবীই বাঙালীর প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আজকের দিনে তা ঈষৎ পরিবর্তন করে বলা চলে নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়া হলেই সেখানে পদাধিকারের মোহ উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠে। গবেষণা ও কর্ম অপেক্ষা প্রশাসনিক মনিব হওয়ার বাসনা ঘাড়ে চেপে বসে। সুতরাং অনেকেই এই সুযোগে নিজের ভাগে সুরুয়া বেশী করে নিতে চান।

পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে কাঠামোগত বিন্যাস নিয়ে দেশের স্বার্থে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের জন্য নোরাড এবং ইউএনডিপি অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে। বিদেশী অর্থ সাহায্য ছাড়া এ মুহূর্তে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটিটিউটের কাজকর্ম চালানো সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ যদি সংকীর্ণতার কারণে ব্যাহত হয়, তবে সেটা হবে দুঃখজনক এবং জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশে গ্যাস এবং সম্প্রতি প্রাপ্ত তেল সম্পদের উত্তোলন ও বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

শুধুমাত্র বিদ্যা অর্জনের আনন্দ আর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়নি। লব্ধ জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের লক্ষ্যটাই প্রধান। কিন্তু এই ইন্সটিটিউটে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্তাবিত কাঠামোতে ফুটে উঠেনি।

দেশী অর্থ ব্যয় এবং বিদেশী মুদ্রা ধার করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই, যেখানে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্ব পাবেনা, উপরন্তু শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ উল্লেখ করে এর ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা প্রকারান্তরে লাঘব করার একটা মনোবৃত্তি কাজ করছে।

কোনরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই নিঃস্বার্থ নয়। তার উদ্দেশ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠা দোষাবহ নয়, কিন্তু দায়িত্বহীন আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ না রাখার ব্যবস্থা থেকে এ সিদ্ধান্তে যদি কেউ পৌঁছেন যে, এখানে আত্মস্বার্থ কাজ করেছে, তাকে বিদ্যার জোরে অস্বীকার করা যাবে না। দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে পড়ানো হয় না, জিওলজি ইত্যাদি বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে জিওলজি এবং তার অনুষঙ্গ বিভাগকে প্রস্তাবিত কাঠামোতে পদমর্যাদা ও জনশক্তির নিরিখে উচ্চস্থান কেন দেয়া হয়েছে, তার একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।